গাংনীতে ৫০ পিচ ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী কামাল আটক

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার সিন্দুর কৌটা গ্রামে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান চালিয়ে ৫০ পিচ ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী কামাল হোসেনকে আটক করে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টার দিকে সিন্দুর কৌটা গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত কামাল হোসেন সিন্দুর কৌটা গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। ও কুমারীডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর আব্দুল মান্নান জানান, গাংনী উপজেলার সিন্দুর কৌটা এলাকায় মাদক নিয়ে অবস্থান করছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাব-ইন্সপেক্টর খসরু আল মামুন এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে কামাল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।এ সময় তার কাছ থেকে ৫০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

আসামী কামালের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, ‘কামাল হোসেন এলাকার একজন শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক, অস্ত্র, বিস্ফোরক, চুরি, ডাকাতী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ডর্জনখানেক মামলা রয়েছে।

জীবননগরে মোবাইল কোর্টে ৩ চাউল ব্যবসায়ীর জরিমানা

জীবননগরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩চাউল ব্যবসায়ীকে ৩৫হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়েছে।গতকাল বৃহসপ্রতিবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম এ

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন মোবাইল কোর্ট সুত্রে জানা গেছে,জীবননগর বাজারে বেশ কিছু ব্যবসায়ী চটের বস্তার পরিবর্তে প্লাস্টিকের বস্তা ব্যবহার করছে এ তথ্যর ভিক্তিত্বে জীবননগর উপজেলার পিয়ারাতলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মেসার্স সততা ট্রেডার্সকে ১০হাজার টাকা,দেশ বাংলা অটো রাইচ মিলকে ২০হাজার টাকা এবং প্রধান এগ্রোকে ৫হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।এবং সকল মিল মালিক ও চাউল ব্যবসায়ীদের সর্তক করেন ।

মুজিবনগরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে হাসানুজ্জামান লাল্টুর গনসংযোগ অব্যাহত

আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী উপজেলা আওয়ামীলীগের একজন সাধারন কর্মী, অনন্যা পার্কের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান লাল্টু গনসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন।
তারই ধারবাহিকতায়
বৃহস্প্রতিবার বিকাল থেকে শুরু করে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস,জয়পুর,তারানগর গ্রামে গনসংযোগ করেন।
এর আগে কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গন থেকে আনন্দবাস বাজার প্রযন্ত মটরসাইকেল র্যালী করা হয়।
তিনি এই প্রথমবার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচন করার লক্ষে নৌকার মনোনয়নের প্রত্যাশায় এ গনসংযোগ করেন।
এ সময় সাধারন জনগনের দোয়ারে গিয়ে গিয়ে সকলের দোয়া কামনা করেন তিনি।

গাংনীতে গলায় ফাঁস দিয়ে প্রবাসির স্ত্রীর আত্নহত্যা

গাংনীর পশ্চিম মালসাদহ গ্রামে নুপুর খাতুন (২৩) নামের এক প্রবাসির স্ত্রীর লাশ ঝলন্তাবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। নুপুর খাতুন পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের ব্র্যাক অফিসপাড়ার বাসিন্দা ও বাহরাইন প্রবাসি হাবিবুর রহমানের স্ত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নুপুরের মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয়রা জানান নুপুরের শয়ন কক্ষের ভিতর থেকে তালাবদ্ধ দেখে তার শাশুড়ি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য তাকে ডাকতে থাকেন। নুপুরের কোন সাড়া না পেয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে নুপুরকে ঝুলন্তাবস্থায় দেখতে পায়। পরিবারের লোকজন নুপুরকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে জরুরী বিভাগের মেডিকেল অফিসার তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

পুলিশ জানায়, মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মেয়ে নুপুর খাতুনের সাথে পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের হাবিবুর রহমানের সাথে ৬ বছর পূর্বে বিয়ে হয়। বিয়ের এক বছর পর তাদের সংসারে একটি সন্তান আসে। এরপর হাবিবুর সংসারে সচ্ছলতা আনতে বাইরাইনে যান।সেখান থেকে মেবাইলে হাবিবুরের সাথে স্ত্রী নুপুরের নানা কারণে কয়েকবার ঝগড়া হয়। স্বামীর উপর অভিমানে সে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথীমক ধারনা পুলিশের। গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) বজলুর রহমান বলেন, বিষয়টি তদন্ত শেষে ঘটনার আরো বিস্তারিত বলা যাবে ।

দেশজুড়ে ৩০টি শহরে চালু হচ্ছে বিশেষজ্ঞ ভিডিও ডাক্তার বুথ

ডিজিটাল হেলথকেয়ার সলিউশান্সের (ডিএইচ) ব্র্যান্ড এবং স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটাল সেবাদানে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল হসপিটাল গ্রামীণ অঞ্চলে চালু করছে ৩০টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বুথ। যার মাধ্যমে এসব এলাকার মানুষ এখন খুব সহজেই তাদের স্থানীয় ডিজিটাল হেলথ সেন্টার (ডায়াগনোস্টিক/ফার্মেসি/ক্লিনিক) থেকে ভিডিও কলের মাধ্যমে ঢাকার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে পারবেন। উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের প্রত্যন্তএলাকায় মানসম্মত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে।

মেডিসিন, স্ত্রীরোগ, ত্বক, শিশু, হৃদরোগ ও এন্ডোক্রিনোলজি সহ ২০টিরও বেশি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকবেন এই সেন্টারগুলোতে। স্ত্রী ও শিশুরোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটাল হসপিটাল গ্রামে বসবাসকারী নতুন মা, বাবা ও শিশুদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারি সেবার মাধ্যমে সহায়তা করতে প্রত্যাশী। এর পাশাপাশি রোগীদের আর কষ্ট করে ঢাকায় এসে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না এবং তাদের কোভিডে আক্রা হওয়ার ঝুঁকিও কমে যাচ্ছে।

সাধারণত গড়ে একটি পরিবারের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণসহ যাতায়াত ও থাকতে ৫,৩৩৮ টাকা খরচ হয়। ফলে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের রোগীর বাসস্থানের কাছে নিয়ে যাওয়াতে, তাদের চিকিৎসা সেবার খরচও কমে আসছে।

দেশজুড়ে এমন অনেক রোগী আছেন যাদের সঠিক চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু যেহেতু বেশির ভাগ ডাক্তারই ঢাকাকেন্দ্রিক, তাই এই রোগীদের স্ত্রীরোগ/ শিশু/ হৃদরোগের মতো সমস্যায় সঠিক ও মানসম্মত চিকিৎসা পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক ডায়াগনোসিস রোগীদের বিভিন্ন ধরণের জটিলতা এড়াতে ও দ্রুত সুস্থ হতে অনেক সাহায্য করে।

তাই, ডিজিটাল হসপিটালের লক্ষ্য উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীদের জন্য মানসম্মত চিকিৎসা সেবা আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করে তোলা।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা তৈরি ডক্টর বুথগুলোর মাধ্যমে রোগীরা খুব সহজেই ডাক্তারের সাথে তাদের সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করতে পারবেন। বুথগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন ডাক্তারের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াও রোগীরা সঠিক চিকিৎসা নিতে পারেন।

এছাড়াও, রোগীদের যেকোন প্রয়োজনে সহযোগিতার জন্য উপস্থিত থাকবেন ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের সহায়তাকারী। পাশাপাশি, ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা সকল টেস্ট রোগীরা সেই ডিজিটাল হেলথ সেন্টার থেকেই বিশেষ ছাড়ে করাতে পারবেন।

চলমান বৈশ্বিক মহামারির কারণে রোগী ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের কর্মীদের সুসাস্থ্যের কথা চিন্তা করে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়াও ভিডিও কলের মাধ্যমে পরামর্শের ফলে ডাক্তাররা সুরক্ষিত থাকার পাশাপাশি তাদের বাসা থেকেই যে কোন জায়গার রোগীকে সেবা দিতে পারছেন।

২০২১ সালের প্রথম ৬ মাসে, ডিজিটাল হসপিটাল স্ত্রীরোগ, হৃদরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ৫ হাজারেরও বেশি কনসালটেশন দিয়েছে। এবং এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বুথ চালু করার মাধ্যমে এই সেবাটি এখন আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। ২০২১ সালের শেষে সবার জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ধনী-গরীব ও গ্রামাঞ্চল-শহরাঞ্চল ব্যবধান দূরীকরণে মোট ৩০টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বুথ গাইবান্ধার পলাশবাড়ী, জামালপুরের মাদারগঞ্জ, খুলনার ডুমুরিয়া, দিনাজপুরের বিরাম্পুর ও কুমিল্লার বুড়িচং এর মতো বিভিন্ন এলাকায় চালু করা হচ্ছে। কেননা, সুস্বাস্থে সবারই অধিকার রয়েছে।

বর্তমানে ডিজিটাল হসপিটাল উপ-শহর ও থানা পর্যায়ে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। কিন্তু আগামীতে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও চর এলাকায়ও ডিজিটাল হসপিটাল এর সেবা পৌঁছে দিবে। ডিজিটাল হসপিটাল বিশ্বাস করে, ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ (ইউএইচসি) সবার অধিকার এবং এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল হেলথকেয়ার সলিউশান্সের সিসিও অ্যান্ড্রু স্মিথ বলেন, “বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষেরই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসতে অনেক লম্বা ও ব্যয়বহুল সফর করতে হয়। কিন্তু আমরা এখন এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তাদের বাসার কাছের

ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে কিংবা ফার্মেসিতে নিয়ে যাচ্ছি। ফলে, এখন অনেক মানুষই খুব সহজেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারবেন। পাশাপাশি, ডিজিটাল হসপিটালের এই উদ্যোগ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ ভুমিকা রাখবে।” অক্টোবরের শেষের দিকে ২০ এরও বেশি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা পার্টনার ডিজিটাল হেলথ সেন্টার কিংবা ডিজিটাল হসপিটাল অ্যাপের সাথে যুক্ত হবেন। বিস্তারিত জানতে কল করুন ০৮০০০১১১০০০ (টোল-ফ্রি)।

– প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মেহেরপুরে থেমে নেই ফসলের সাথে শত্রুতা

মেহেরপুর জেলায় থেমে নেই ফসলের সাথে শত্রুতা ইসলামপুরের দূর্জয় শেখের ৩৫ কাঠা ফলন্ত করলা ও লাউ গাছ কেটে দিয়েছে দৃর্বত্তরা

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর, গাংনী ও সদর উপজেলায় মানুষকে জব্দকরার জন্য ফসল নষ্ট করার নতুন কৌশল বেছে কিছু মানুষ নামের অমানুষ। থামছে না ফসলের সাথে এই শত্রুতা।তার ধারাবাহিকতায় গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর উপজেলার সীমান্তবর্তী মেহেরপুর সদর উপজেলার, ইসলামপুর খালের মাঠে, ইসলামপুর গ্রামের জালাল শেখের ছেলে দূর্জয় শেখের ২২ কাঠা জমির ফলন্ত করলা ও ১৩ কাঠা জমির ফলন্ত লাউ গাছের মাচাসহ গাছ রাতের আধাঁরে কেটে দিয়েছে দৃর্বত্তরা। ক্ষতিগ্রস্হ কৃষক দুর্জয় শেখ জানান কারো সাথে আমার তেমন কোন শত্রুতা নেই।তবে মনে মনে হয়ত কেও আমাকে শত্রু ভাবে তারাই আমার এত বড় ক্ষতি করেছে। আমি একজন খেটে খাওয়া মানুষ জমিতে ফসল করে তা বিক্রি করে আমার সংসার চলে। এই করলা ও লাউ বিক্রি করে আমার দুই থেকে আড়ায় লক্ষ টাকা হত। এত বড় ক্ষতি কি ভাবে কাটিয়ে উঠব ভাবতে পারছি না। আমি চায় আমার যে ক্ষতি হয়ে এমন ক্ষতি যেন কোন কৃষকের না হয়।প্রশাসনের কাছে অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন এখনো কোন অভিযোগ করিনি তবে আগামীকাল থানায় একটি অভিযোগ করব

বলে ভাবছি।

ট্রাকচাপায় ঘুমন্ত হেলপার নিহত

চুয়াডাঙ্গায় ট্রাকচাপায় হেলপারের মৃত্যু হয়েছে। ট্রাক চালকের ভুলে সিদ্ধান্তে ট্রাকচাপায় মৃত্যু হয় ওই ট্রাকের হেলপার ইব্রাহিম হোসেনের(২২) ।

বৃহস্পতিবার সকাল দশটার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের হাটকালুগঞ্জ এলাকার ইমরান ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গাইটঘাট গ্রামের রেলপাড়ার শরিফ উদ্দিনের ছেলে ইব্রাহীম হোসেন (২২)। তিনি ওই ট্রাকের চালকের সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। খবর পাওয়া মাএ হাটকালুগন্জ থেকে থেকে ট্রাকটি ও চালক সাইদুল ইসলামকে আটক করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, বুধবার রাতে ঢাকা থেকে মালবোঝাই ট্রাকটি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় ট্রাকচালকের ঘুম পেলে ইমরান ফিলিং স্টেশন সামনে গাড়িটি রাখেন চালক। পরে চালক সাইদুল ইসলাম ট্রাকের ভেতরে আর হেলপার ইব্রাহিম হোসেন ট্রাকের নিচে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে চালকের ঘুম ভাঙলে তিনি ট্রাকটি চালু করে সামনে নিতে গেলে ইব্রাহীম ঘুমন্ত অবস্থায় চাকার নিচে পিষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের লাশ উদ্ধার করে থানায় নেয় পুলিশ। এ সময় আটক করা হয় ট্রাকচালক সহিদুলকে। জব্দ করা হয় ট্রাকটি। এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান জানান, নিহতের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ওই ঘটনায় ট্রাকচালককেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

দামুড়হুদা হাজী আলী আজগার টগর এমপি’র জন্মবার্ষিকী উদযাপন

দামুড়হুদায় আঃ রহমান জসিম ব্লাড ডোনেট ক্লাবের পক্ষে চুয়াডাঙ্গা
- ২ আসনের মাননীয় সাংসদ সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী আলী আজগার টগর (এমপি)’র জন্মবার্ষিকী পালন, আলোচনা সভা ও মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের ডাকবাংলো চত্বরে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক প্রবাসী আব্দুল রহমান জসিম।

প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সম্পাদক মানিক হোসেনের সভাপতিত্বে জন্মবার্ষিকী পালনে আলোচনা সভা ও মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ পাউন্ড কেকে কেটে অনুষ্ঠানটির সূচনা করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলার কৃষক সংগঠন (সিআইজি) সভাপতি সামসুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাকিব ফাউন্ডেশন এর পরিচালক আরজু আহাম্মেদ রাকিব। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের নাহিদ, শিপন, রকিবুল, পারভেজ, সবুজ, পরশ, রুহান, আইনাল, লাবীব, শামীম, মুন্না, জুনাইদ, অন্তর, ঐশিক, অভি, তুষার,ইব্রাহীম, আতিয়ার, মহসিন, হাসিব, পাপ্পু, বিপ্লব, আলামিন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সামসুল ইসলাম তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, মাননীয় সাংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর এমপি’র রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হওয়ায় ছাত্রজীবন থেকেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। জনপ্রিয়তার কারণে আমাদের নির্বাচনী এলাকা চুয়াডাঙ্গা -২(দামুড়হুদা – জীবননগর) আসনে টানা তিন বারের মতো সাংসদ সদস্য এমপি নির্বাচীত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি আরজু আহাম্মেদ রাকিব বলেন,মাননীয় সাংসদ সদস্য’র দুরদর্শী নেতৃত্ব ও সুদুর প্রসারী কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তিনি তার নির্বাচনী এলাকা চুয়াডাঙ্গা- ২ আসনকে সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠান শেষে হাজী আলী আজগার টগর এমপি’র জন্মবার্ষিকী উদযাপন পালন, আলোচনা সভা ও

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে উপজেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে পথচারী, ভ্যান ও অটো চালকদের মধ্যে প্রায় দু শতাধিক মাস্ক বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে র্যাবের হাতে ওয়ারেন্টভুক্ত সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার শেখপাড়া বিন্নী এলাকা হতে ওয়ারেন্টভুক্ত ১ জন পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ র্যাব-৬।

বুধবার র্যাবের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাত ২টার সময় র্যাব-৬ এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানার পারি: জারী- ৮/১৯ এর ধারা ১৬ (৩) বিঃ এর একজন পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামী আত্মগোপনে রয়েছে।

উক্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানাধীন শেখপাড়া বিন্নী এলাকায় অভিযান পরিচালনা কালে র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে কৌশলে পালানোর চেষ্টাকালে উপজেলারশেখপাড়া বিন্নী গ্রামের গনজের শেখের ছেলে আসামী মোঃ মফিজুর রহমান (২০) কে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীকে হরিণাকুন্ডু থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

স্বাধীনতার ৫০ বছরেও স্বীকৃতি পাননি মুক্তিযোদ্ধা বদর উদ্দিন শেখ

দেশ স্বাধীনের ৫০ বছর পার হলেও মন্ত্রনালয়ের গেজেটে নাম আসে নি সাহসী যোদ্ধা বদর উদ্দিন শেখের। মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি না পাওয়ায় বঞ্চিত হচ্ছেন সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে।

জীবনের শেষ সময়ে এসে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে তালিকায় নিজের নাম দেখতে চান দেশ মাতৃকার টানে ঝাঁপিয়ে পড়া এই মুক্তিযোদ্ধা।

তিনি হলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ইবি থানার মৃত্তিকাপাড়া গ্রামের গণিরুদ্দিন শেখের ছেলে মোঃ বদর উদ্দিন শেখ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৮নং সেক্টরের গেরিলা কমান্ডার মীর শহীদুল হকের সাথে ভারতের চাকুলিয়া থেকে উচ্চ প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন তৎকালীন ১৯ বছর বয়সী এই যুবক।

তার সহযোদ্ধা ছিলেন আকবর আলী (মুক্তিবার্তা নং- ০৩০৩০১০৪৫৫), সেরাজুল ইসলাম (মুক্তিবার্তা নং-০৪১১০১০০৭৩), নুর মোহাম্মদ আলী (জাপান) (মুক্তিবার্তা নং-০৪১১০১০২২০)। তবে মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী স্বাক্ষরিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র রয়েছে তার কাছে।

জীবন যুদ্ধে পরাজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা বদর উদ্দিন শেখের নাম গেজেটভুক্ত করার দাবি জানান সহযোদ্ধারা। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন (ম্যালেশিয়া নং-১১৯৭২) ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব বরাবর আবেদন করার পরেও অজানা কারণে সুফল পান নি তিনি।

জীবন সায়াহ্নে এসে এখনও তিনি কেবলমাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি চান তিনি। এজন্য তিনি বিভিন্ন দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সুফল পাননি। সর্বশেষ গতকাল তিনি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে দেখা করেন।

তবে সেখান থেকে কেবল জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয় এ আপিল করার জন্য একটি ফরম পান। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্ত্রী-সন্তানের কথা বিবেচনা করে